সমাধিনামা

সমাধিনামা

সাবিনা ইয়াসমিন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ জানুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Samadhinama by **Sabina Yeasmin**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : January 2021
Price : 150.00
US $ 05

ISBN 978 984 95130 7 0

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে

০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

‘মাতৃহীন জগৎ উৎকণ্ঠা ও ব্যাধির নিবাস। মাতা না থাকিলে ধরিত্রীর অর্থ নাই, জীবনের উৎসব নাই, আয়োজনের আনন্দ নাই। জগৎ ব্যাপিয়া মাতৃঋণের সূর্য জ্বলিয়া থাকে।’

(মাতৃবন্দনা : প্রাচীন ইনকা সভ্যতা)

উৎসর্গ

মাতৃসমা
রুবিনা পারভীন– প্রিয় রুবি আপা
ও
শেখ নাছিমা– প্রিয় ভাবী
আমার মায়ের দুঃখ ও সুখের সাথী

সূচিপত্র

তাঁর মুখ ছিল নদীর মতো সুন্দর ১১
আমার মা আজও অবহ নিস্তব্ধতার ভার ১২
প্রতিদিন ভোরে তিনিই আহ্বান করতেন কৃষ্ণচূড়া ১৩
ছুঁয়ে দিলাম ভারী পাহাড় ১৪
মৃত্তিকা যাঁকে বক্ষে নেবে ১৫
এখন আর ওই জনপদে প্রার্থনা ছাড়া পা রাখা যায় না ১৬
তোমার সমাধি ঘিরেই উড়ে উড়ে কাঁদে সুদর্শন ১৭
শুয়ে রইলেন ক্ষেত্যপ, অগ্নি, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমসম আমার জননী ১৮
কী যেন নেই ১৯
আমার মায়ের কবর যেন স্বর্গ আর মর্ত্যের অপূর্ব সমঝোতার স্মারক ২০
মায়ের সমাধির দিকে ২১
যমকেও বলিহারি ২৩
মাটি যখন তাঁকে মহাদংষ্ট্রায় গিলে খেলো ২৪
সব সম্পদ দেখে দিলাম ওই মাটির ভাঁে— ২৬
আমার মায়ের সমাধি যেন স্বর্গের মাটি ২৭
মা অনন্তঘুমে যাবার পর ২৯
তাঁর সমাধি ঘিরে ৩০
মাতৃসমাধির হাইকু ৩১
নিরুত্তর সমাধির সমীপে–১ ৩২
নিরুত্তর সমাধির সমীপে–২ ৩৩
তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ৩৪
যখন তিনি নামাঙ্কন করলেন ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে ৩৫
বিরহমোচনের কাল ৩৭
খুলতে চাই ওই মাটির কপাট ৩৮
বাবা যে তাঁকে খুব ভালোবাসতেন ৩৯
শুধু রেখে আসা গেল না তাঁর সুকর্ম, ভালোবাসা ৪০
মায়ের অন্ধ আকাশ ৪২

শোকের দোলনায় সংস্থিতা ৪৩
খেদহীন, পার করেছেন দীর্ঘ খরার দিন ৪৪
দ্য রাইজ অ্যান্ড দ্য ফল অব দ্য সিটি ৪৫
সেই যে কাঁদতে শিখলাম, আর তা ভুলিনি ৪৬
সোনার চেয়ে দামি সমাধির মাটি ৪৮
আমার শোকের বুকে ৪৯
তোমার সমাধি যেন এক সুপাচ্য এপিক ৫০
তোমায় দেখতে কিংবা ছুঁতে যাওয়াও নঞর্থক ৫১
বুকে বাধা পাহাড়ের ভার ৫২
তোমার সমাধি মনে করিয়ে দেয় উৎসভূমি ৫৪
একলা পাখি ৫৫
মাতৃমুখাপেক্ষী ৫৬
এক আধা-অলক্ষ্য শোক আমার সাথে সাথে হেঁটে বেড়ায় ৫৭
হাহাকারের আধ্মান ৫৮
আম্মা পূর্ণদৈর্ঘ্য ঘুমে যাবার পর ৫৯
সর্বংসহা মা ৬০
সমাধিধর্মে ৬১
নামহীন কবিতাগুচ্ছ ৬২
সমাধি ৬৩
সমাধিনামা ৬৪

তাঁর মুখ ছিল নদীর মতো সুন্দর

তাঁর মুখ ছিল নদীর মতো সুন্দর
জ্যোৎস্নারাতের নদী
অনিন্দ্য সুষমায় ভরা, দ্যুতিময়
পথে পথে ছড়ানো পাথর সরিয়ে
তিনি সামনে এগুতেন।

তাঁর বুকে ছিল অগণন উন্মুল
মানুষের নোঙর
সবাই সেখানে পৌঁছেই বলত—
শান্তি, এসেছি ঠিকঠাক স্থানে।
হাওয়ারা, মীন এবং মাছরাঙাও।

আজ দেখো তিনি নিজেই নোঙর ফেলেছেন
মৃত্তিকার গভীরে শুয়ে আছেন মুদিত নয়নে।

আর তাঁর কবরের উপরে
আম, নারিকেল আর সজনে গাছের পাতার সারি।
উপুড় হয়ে আছে তারাভরা আকাশ
এমনকি অমাবস্যার অন্ধকার সরিয়েও
এক অনন্ত সূর্যের সুড়ঙ্গ
থির হয়ে আছে, থির হয়ে আছে।

তাঁর কবর যেন এক তারাভরা নদী
চোখ জ্বলে যায়, চোখে কী যেন এসে পড়ে
চোখে জল এসে যায়।

২ মার্চ ২০২০
পঞ্চগড়

আমার মা আজও অবহ নিস্তব্ধতার ভার

আমি মৃত্তিকার কাছে ঋণী
কারণ সে তোমাকে বক্ষে নিয়েছে
তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে
নিশিদিন মৌন সংগীতে।

আমি সমাধি-প্রাঙ্গণে ঝুলে থাকা
সেই মৌন সুরলহরির কাছে ধারী

সকল নিস্তব্ধতার কাছে
সকল সুরের ধারার কাছে
নত হই

যুক্ত করে বলি—
আমার জননী ছিলেন
প্রভাতপাখির আনন্দ-কূজন
সন্ধ্যার শুদ্ধ সরগম
মধ্যাহ্নের কলস্বর— আমরা চাইতাম বলে

কিন্তু একান্তে ভালোবাসতেন
নৈঃশব্দ্যের মহিমা
গোপন মেঘমল্লার।

আমার মা আজও সহিষ্ণু মৃত্তিকা
আমার মা আজও অবহ নিস্তব্ধতার ভার।

৩ মার্চ ২০২০
পঞ্চগড়

প্রতিদিন ভোরে তিনিই আহ্বান করতেন কৃষ্ণচূড়া

প্রতিদিন সন্ধ্যা হলে
তিনিই তো আলো জ্বালতেন
এমনকি রাতশেষে নিভে আসা প্রদীপকেও
উসকে দিতে দিতে বলতেন—
আগে তো তমোহরা প্রত্যুষ ফুটুক
পাখিরা জাগুক।

প্রতিদিন ভোরে তিনিই আহ্বান করতেন কৃষ্ণচূড়া
তটিনী-তরঙ্গে প্রভাতসূর্যকিরণ।

হা ঈশ্বর!
আমরা তাঁকে উসকে দিতে পারিনি
তিনি বললেন— যাওয়ার সময় হয়েছে।
অমনি আকাশ উথলে উথলে কাঁদল
মেঘ সশব্দে বুক চাপড়িয়ে।

তবু তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

হা ঈশ্বর!
মাটির ঝাঁপি খুলে
আমরা তাঁকে শুইয়ে রেখে এলাম।

৪ মার্চ ২০২০
পঞ্চগড়

ছুঁয়ে দিলাম ভারী পাহাড়

শেষবারের মতো শুইয়ে দেবার আগে
গোত্রভাইয়েরা মৃৎপাত্রে কিছু মাটি নিয়ে এলো।
আমাকে ছুঁয়ে দিতে হবে ভালোবাসা।

আমি ছুঁতে চেষ্টা করলাম
জন্মের ঋণ
আমার মায়ের চোখের নিচে
নিশিজাগরণের কালি
ছুঁতে চেষ্টা করলাম— একাকী সন্ধ্যাগুলোয়
মায়ের হাতে ঘুরতে থাকা
তালপাতার পাখা।

আমি ছুঁতে চেষ্টা করলাম
স্নানশেষে তাঁর চুলের ডগা থেকে
গড়িয়ে নামা জল
দুপুরের ভাতঘুমের আগে
তাঁর দুহাতে ধরা জীবনানন্দ।

কিন্তু হা হতাস্মি!
আমি ছুঁয়ে দিলাম
ভারী পাহাড়।

একটু পরেই দেখলাম
সেই ভারী পাহাড়ই
কামিনীর দানা হয়ে
ঝরে পড়ছে
এক অবাক কৃষ্ণগহ্বরে শায়িত
আমার মায়ের বুকে।

৫ মার্চ ২০২০
পঞ্চগড়

মৃত্তিকা যাঁকে বক্ষে নেবে

কবর খোনকদের জন্য মাটি তো দুবাহু বাড়িয়েই ছিল
কোদালের কোপের আগে আগেই
মেলে দিচ্ছিল তার
অনন্তপ্রসারী ডানা।

শিশুরা যখন গোল হয়ে বসে
সুর করে পড়ছিল পবিত্র বাণী
আর নারী ও বৃদ্ধদের হাতে হাতে
ঘুরছিল তসবির দানা

তখন আমি অনিমিখ তাকিয়ে ছিলাম
সাড়ে তিন হাতের ফ্রেমে আটকে থাকার লক্ষ্যে
হা করে বাড়তে থাকা
মাটির মায়ার দিকে।

কোদালের কুপিত ঘায়ে ব্যথাতুর মাটির
নিজের জন্য কোনো ক্রন্দন ছিল না
বরং যাঁকে বক্ষে নেবে
তাঁর জন্যই চলছিল সে মাটির শান্তির স্বস্ত্যয়ন।

৬ মার্চ ২০২০
পঞ্চগড়

এখন আর ওই জনপদে প্রার্থনা ছাড়া পা রাখা যায় না

আমাদের পাঁজরভাঙা কষ্ট উপেক্ষা করে
আমাদের প্রায় আটকে থাকা শ্বাসের ওপারে
তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে গেল–
তোমাকে কে কে কাঁধ দিয়েছিল?

যারা দিয়েছিল, সেই ভ্রাতৃগণ জানত
তুমি ছিলে স্বামীর ভিটেস্মৃতি কাতর
তাই সারিবদ্ধ প্রার্থনাসভার সামনে থেকে
শেষবারের মতো ফিরিয়ে এনেছিল স্বগৃহের মৃত্তিকায়।

আর পবিত্র সত্তার কাছে তোমার প্রত্যাবর্তন
সহজীকরণের জন্য, মুদিত নয়নে ধ্যানস্থ হবার জন্য
ওরা তোমার জন্য বানিয়ে দিলো
এক আশ্চর্যসুন্দর, মনোময়-মৃত্তিকার বিছানা।

আর অমনি পুরোটা জনপদ হয়ে গেল
মৃতের শহর, পবিত্র তীর্থভূমি
এখন আর ওই জনপদে
প্রার্থনা ছাড়া পা রাখা যায় না।

৯ মার্চ ২০২০
পঞ্চগড়